প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ:

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	০২টি	০২টি	--	--	০১টি	২টি	১৬%	০১টি	০.৭৮%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ০২টি

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকাল:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
১.	"গণিত অলিম্পিয়াড কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের গাণিতিক দক্ষতা বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প"	৫০২.৩৩	০১ এপ্রিল, ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯
২.	"বান্দরবান জেলার লামা, আলীকদম ও থানচি উপজেলার অফ-গ্রিড স্কুলসমূহে সোলার সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপদ পানি সরবরাহের সম্ভাব্যতা/সমীক্ষা"	৪৯৯.৫৮	০১ নভেম্বর ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯

৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
(১) গণিত অলিম্পিয়াড কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের গাণিতিক দক্ষতা বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প	(১) "গণিত অলিম্পিয়াড কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের গাণিতিক দক্ষতা বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা যাচাই" শীর্ষক প্রকল্পটি প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি সার্বিক যাচাই-বাছাই করে প্রকল্পের মেয়াদ মার্চ ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ ধরে ডিপিপি পূনর্গঠনের বিষয়ে সুপারিশ করে। উক্ত সুপারিশের আলোকে প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯৮.৪৬ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) ধরে ডিপিপি পূণর্গঠন করা হয়। ১১ মার্চ ২০১৮ তারিখের ডিপিইসি সভায় প্রকল্পের মেয়াদ এপ্রিল ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯৮.৪৬ লক্ষ টাকায় (সম্পূর্ণ জিওবি) এবং এপ্রিল ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ মেয়াদকালে আলোচ্য সমীক্ষা প্রকল্পটি মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে অনুমোদিত

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
	হয়। পরবর্তীতে শতভাগ কার্যক্রম শেষ না হওয়াসহ কিছু পরিবর্তন আনয়নের কারণে সমীক্ষা প্রকল্পটি প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৩৮.৫৭ লক্ষ টাকায় (সম্পূর্ণ জিওবি) এবং এপ্রিল ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদকালে বাস্তবায়নের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।
(২) বান্দরবান জেলার লামা, আলীকদম ও থানচি উপজেলার অফ-গ্রিড স্কুলসমূহে সোলার সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপদ পানি সরবরাহের সম্ভাব্যতা/সমীক্ষা”	(২) প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ ও ছাড়ে বিলম্বিত হয়। সুতারং অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ড দরপত্র আহ্বান করতে অনেক সময় লেগে যায়। ফলশ্রুতিতে প্রকল্পের মূল কার্যক্রম শুরু হয় নির্ধারিত সময়ে প্রায় ছয় মাস পরে। তাই প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্পের ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র দুমাসের জন্য প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

সংযুক্তি-১

৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

ক্র:নং	সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
১.	(১.১) সমীক্ষা প্রকল্পটির অন্যতম প্রধান কার্যক্রম ছিল প্রকল্পের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান অর্জনপূর্বক শিক্ষকদের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে পাইলট আকারে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদান প্রয়োগ করা। বিশেষ করে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির প্রাথমিক গণিত বিষয়ে কনটেন্ট ডেলিভারী বুক (আনন্দে গণিত শিখি) প্রস্তুতপূর্বক শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ ও কার্যকারিতা পর্যবেক্ষন এ সমীক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে করা হয়। এ বিষয়ে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনে (মাগুরা ও চট্টগ্রামে যথাক্রম ২ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি: ও ১ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি:) উল্লিখিত শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে গনিত ভীতি দূর হওয়াসহ নতুন পদ্ধতিতে গনিত শেখার আগ্রহ ও আনন্দের প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া, শিক্ষকসহ অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীরাও (১ম, ২য় ও ৫ম শ্রেণি) তাঁদের পাঠক্রমে সাথে ‘আনন্দে গণিত শিখি’ শিখন পদ্ধতি চালু করা প্রয়োজন। (১.২) ‘আনন্দে গণিত শিখি’ তথা অলিম্পিয়াডের পাঠদান পদ্ধতিতে কার্যকরীভাবে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা জন্য নিদিষ্ট বা কাঙ্খিত শিক্ষার্থী সংখ্যা ১:৩০ বা ১:৪০ (শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত) এর মধ্যে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু পরিদর্শনে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কাঙ্খিত সংখ্যার অধিক এবং ক্ষেত্রবিশেষ দ্বিগুনেরও বেশি পরিলক্ষিত হয়, যা নতুন এই পদ্ধতির সফল বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। (১.৩) বাস্তবায়িত এ সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রণয়নকৃত কনটেন্ট ডেলিভারী বুক তথা ‘আনন্দে গণিত শিখি’ -এর প্রতিটি কৌশল জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) -এর শ্রেণিভিত্তিক গনিত পাঠ্যবইয়ের (টেক্সট বুক) অধ্যায় ও অনুশীলনীর সাথে যথাযথভাবে সম্পর্কিত হওয়া জরুরি। এ বিষয়ে আরও	(১.১) সমীক্ষা প্রকল্পটির অন্যতম প্রধান কার্যক্রম ছিল প্রকল্পের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান অর্জনপূর্বক শিক্ষকদের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে পাইলট আকারে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদান প্রয়োগ করা। বিশেষ করে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির প্রাথমিক গণিত বিষয়ে কনটেন্ট ডেলিভারী বুক (আনন্দে গণিত শিখি) প্রস্তুতপূর্বক শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ ও কার্যকারিতা পর্যবেক্ষন এ সমীক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে করা হয়। এ বিষয়ে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনে (মাগুরা ও চট্টগ্রামে যথাক্রম ২ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি: ও ১ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি:) উল্লিখিত শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে গনিত ভীতি দূর হওয়াসহ নতুন পদ্ধতিতে গনিত শেখার আগ্রহ ও আনন্দের প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া, শিক্ষকসহ অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীরাও (১ম, ২য় ও ৫ম শ্রেণি) তাঁদের পাঠক্রমে সাথে ‘আনন্দে গণিত শিখি’ শিখন পদ্ধতি চালু করতে হবে; (১.২) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী সংখ্যা ১:৩০ বা ১:৪০ এর মধ্যে বজায় রাখতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।; (১.৩) বাস্তবায়িত এ সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রণয়নকৃত কনটেন্ট ডেলিভারী বুক তথা ‘আনন্দে গণিত শিখি’ -এর প্রতিটি কৌশল জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) -এর শ্রেণিভিত্তিক গনিত পাঠ্যবইয়ের (টেক্সট বুক) অধ্যায় ও অনুশীলনীর সাথে যথাযথভাবে সম্পর্কিত হতে হবে। এ বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। (১.৪) প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে গনিতের কৌশলভিত্তিক

ক্র:নং	সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
	বিস্তর পর্যালোচনা, অনুশীলন ও ট্রায়ালের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া, এনসিটিবি'র পাঠ্যবইয়ে নতুন এই পাঠদান কৌশল/পদ্ধতির বিষয়ে দিক-নির্দেশনা বা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা অন্তর্ভূক্ত করারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। (১.৪) 'আনন্দে গণিত শিখি' -এর প্রতিটি কৌশল কার্যকরীভাবে প্রয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধকরণ ও বিস্তর প্রশিক্ষণ প্রদান অত্যাবশক। (১.৫) সমীক্ষা প্রকল্পে প্রয়োগকৃত গনিতের প্রতিটি কৌশল আরও সুনিদিষ্টভাবে সন্নিবেশিত (Dবভরহবফ ় ঋড়ৎসধঃঃবফ) করা জরুরী, যাতে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকালে এলোমেলো বা খামখেয়ালী কৌশল প্রয়োগ করে ক্লাসের নির্ধারিত সময় অপচয় না হয়। এছাড়া, বিভিন্ন কৌশল ঃৎরধষ ় বৎৎড়ৎ ভিত্তিক প্রয়োগপূর্বক সংযোজন, বিয়োজন বা পরিমার্জন করার সুযোগ রাখা বাঞ্ছনীয়। (১.৬) প্রকল্প আওতায় ব্যয়িত অর্থের অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। এ বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালক যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন;	ভিডিও কন্টেইন তৈরি ও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে শেয়ার (বিশেষকরে সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে) করা ফলপ্রসূ হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন তথা শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও কর্মকর্তাসহ সর্বস্তরে অবগতি ও প্রচারণার প্রয়োজনীতা রয়েছে। এ বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। (১.৫) সর্বোপরি 'গণিত অলিম্পিয়াড কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের গাণিতিক দক্ষতা বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প' -শীর্ষক সমীক্ষাধর্মী প্রকল্পটিতে উঠে আসা সমস্যা ও সম্ভাবনা তথা সকল আউটপুটগুলো বিশ্লেষণপূর্বক মূল স্কেল-আপ প্রকল্পে এর প্রতিফলন ঘটাতে হবে। এ বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (১.৬) প্রকল্প আওতায় ব্যয়িত অর্থের অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। এ বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালক যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
২.	(২.১) সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং ফলাফল কাজে লাগিয়ে পরবর্তী কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। (২.২) প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সকল প্রকার ওভারল্যাপিং পরিহারসহ সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়পূর্বক উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার; (২.৩) প্রকল্প ডিজাইনে ফলাফল টেকইস করার জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে বিষয়টি প্রকল্প দলিলে উল্লেখ করা প্রয়োজন। (২.৪) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত সকল যন্ত্রপাতি, মালামালসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে নিয়মিত মেরামতসহ প্রয়োজনীয় ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক; (২.৫) প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত সরঞ্জামাদির উপর প্রকল্পের নাম, সংগ্রহের সময় ইত্যাদি উল্লেখ করা প্রয়োজন;	(২.১) সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং ফলাফল কাজে লাগিয়ে পরবর্তী কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (২.২) প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সকল প্রকার ওভারল্যাপিং পরিহারসহ সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়পূর্বক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (২.৩) প্রকল্প ডিজাইনে ফলাফল টেকইস করার জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে বিষয়টি প্রকল্প দলিলে উল্লেখ করতে হবে। (২.৪) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত সকল যন্ত্রপাতি, মালামালসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে নিয়মিত মেরামতসহ প্রয়োজনীয় ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২.৫) প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত সরঞ্জামাদির উপর প্রকল্পের নাম, সংগ্রহের সময় ইত্যাদি উল্লেখ করা করতে হবে।

গণিত অলিম্পিয়াড কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের গাণিতিক দক্ষতা বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক **প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: ডিসেম্বর, ২০১৯)

১।	**প্রকল্পের নাম**	:	গণিত অলিম্পিয়াড কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের গাণিতিক দক্ষতা বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প।
২।	**(ক) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ**	:	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
	(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
	(গ) বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা	:	এটুআই প্রকল্প, আইসিটি মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি।
৩।	**প্রকল্পের অবস্থান**	:	সমগ্র বাংলাদেশ (১৭টি জেলার ১৭টি উপজেলা থেকে ৮০টি বিদ্যালয়)।
৪।	**প্রকল্পের ধরণ (বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা/সমীক্ষা)**	:	সমীক্ষা প্রকল্প।

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	মোট টাকা প্রঃসাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (ব্যয় ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধিসহ)			
মোট টাকা প্রঃসাঃ	মোট টাকা প্রঃসাঃ						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৯৮.৪৬ ৪৯৮.৪৬ --	৫৩৮.৫৭ ৫৩৮.৫৭ --	৫০২.৩৩ ৫০২.৩৩ --	০১ এপ্রিল ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০১৯	০১ এপ্রিল ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯	০১ এপ্রিল ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯	০.৭৮%	৪০%

৬। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	সংখ্যা/ পরিমাণ	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৭)	(৬)
(ক) রাজস্ব ব্যয়:						
১.	মূল বেতন (অফিসার)	জন	২.৪	১	০.০০	১
২.	যাতায়াত ভাতা	থোক	০.২৫	২	০.০০	২
৩.	বাড়ীভাড়া ভাতা	জন	১.৪৭	২	০.০০	২
৪.	চিকিৎসা ভাতা	জন	০.১৪	২	০.০০	২
৫.	উৎসব ভাতা	জন	০.৬২	২	০.০০	২
৬.	সম্মানী ভাতা	থোক	৫.০০	থোক	৩.৩৩	থোক
৭.	আনুষঙ্গিক কর্মচারী/প্রতিষ্ঠান	থোক	৮.৭৪	থোক	৮.৭০	থোক

ক্রমিক নং	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	সংখ্যা/ পরিমাণ	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৭)	(৬)
৮.	আপ্যায়ন ব্যয়	থোক	৪.৬৬	থোক	৩.৫২	থোক
৯.	যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক)	সংখ্যা	৩৮.২০	২	৩৭.০৯	২
১০.	শ্রমিক মজুরী (সরকারী কর্মচারী ব্যতীত)	সংখ্যা	৬.০০	২	৫.২২	২
১১.	সেমিনার/কনফারেন্স	সংখ্যা	১০৫.১০	৩১	১০৬.৯৬	৩১
১২.	বৈদ্যুতিক বিল	থোক	২.৭০	থোক	২.১৬	থোক
১৩.	ইন্টারনেট/টেলেক্স/ফেক্স	থোক	১.৫০	থোক	১.৩৭	থোক
১৪.	ডাক	থোক	০.৫০	থোক	০.০০	থোক
১৫.	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	২.৩৫	থোক	১.৫৫	থোক
১৬.	বইপত্র ও সাময়িকী	থোক	৪.৬৫	থোক	৩.৩৫	থোক
১৭.	অফিস ভাড়া	মাস	১২.০০	২৩	৯.০৩	২৩
১৮.	প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	১৩৫.১৬	৯৪	১৩৫.১০	৯৪
১৯.	গ্যাস, পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	৮.৪২	থোক	৭.০৫	থোক
২০.	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	১৫.০০	থোক	১১.৯৬	থোক
২১.	মুদ্রণ ও বাঁধাই	থোক	১৫.০০	থোক	১৪.২৩	থোক
২২.	স্টেশনারী, সীল এন্ড স্টাম্প	থোক	৫.৮৯	থোক	৫.০৫	থোক
২৩.	কনসালটেন্সি/ পরামর্শক নিয়োগ	সংখ্যা	১১১.৭৫	৮	৯৮.৭৩	৮
২৪.	সার্ভে	সংখ্যা	১০.০০	২	৯.৯৪	২
২৫.	অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি	সংখ্যা	১৮.০৭	১৯	১৫.৭৭	১৯
২৬.	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	থোক	৩.০০	থোক	৩.৪০	থোক
২৭.	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	থোক	৫.০০	থোক	৪.২৫	থোক
(খ) মূলধন ব্যয়						
২৮.	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	১০.৪০	১৬	৯.৮১	১৬
২৯.	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৪.৬০	১০	৪.৭৫	১০
৩০.	**সর্বমোট (ক+খ)**		**৫৩৮.৫৭**		**৫০২.৩৩**	

৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

বিবেচ্য এ সমীক্ষা প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কোন কাজ অসমাপ্ত নেই মর্মে জানা যায়।

৮। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৮.১। পটভূমিঃ

দেশব্যাপী শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ, গণিত শেখা ও শেখানোর পদ্ধতি নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ দলের সাফল্য অর্জন, অন্য দেশের গণিত শিখন পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণ ও মতবিনিময় ইত্যাদি অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি এদেশের গণিত শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি, সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে

পর্যালোচনা ও প্রস্তাবনা তৈরি করে, যা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করছে।

বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির মূল আয়োজনগুলো মুলতঃ নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী পর্যায়ের হলেও বর্তমানে এঁদের পাশাপাশি দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় গণিত পাঠের অবস্থা নিয়ে তাঁর ভাবতে শুরু করেছে। এ লক্ষ্যে কমিটির প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন অঞ্চলের বেশ কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (পিটিআই), শ্রেণিকক্ষে গণিত পাঠদান কার্যক্রম ইত্যাদি পরিদর্শন; গণিত অলিম্পিয়াড সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণিত শিক্ষক, পিটিআই গণিত প্রশিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের নিয়ে একাধিক কর্মশালার আয়োজন; এবং বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষাবিদগণের সঙ্গে আলাদাভাবে মতবিনিময় সম্পন্ন করেছে। ২০১৭ সালের মার্চ মাস থেকে জুন পর্যন্ত চারমাস ব্যাপী পরিচালিত এই পর্যালোচনা পরবর্তী আলোচ্য পাইলট প্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সুষমভাবে বহন করে এমনভাবে নির্বাচিত ১৭টি জেলার ১৭টি উপজেলার ৮০টি স্কুলের ২৪০ জন শিক্ষককে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- প্রকল্পের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান অর্জনপূর্বক শিক্ষকদের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে এপদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদান প্রয়োগ করা। গণিত ভীতির কারণগুলোকে খুঁজে বের করে সেগুলোর দূরীকরণের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- প্রচলিত "অনুশীলন" নির্ভর গণিত শিক্ষাকে "সমস্যা সমাধান এবং এর ব্যবহার ও তাত্ত্বিক প্রয়োগ" নির্ভর পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করে একটি সামগ্রিক পাঠদান পদ্ধতি প্রস্তুত এবং প্রয়োগ করা।
- প্রকল্পের আওতায় ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে একটি সার্বজনীন কন্টেন্ট ডেলিভারী বুক এবং পরবর্তী প্রশিক্ষণে ব্যবহারের জন্য একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা।
- প্রকল্পের সফলতা যাচাই পূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনী এবং পরিমার্জনা পূর্বক সমগ্র বাংলাদেশে এ পদ্ধতি প্রয়োগের রূপরেখা প্রস্তাব করা।
- নির্বাচিত উপজেলায় একটি করে প্রাথমিক গণিত অলিম্পিয়াড আয়োজন ও বিজয়ীদের জাতীয় গণিত অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করানো এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রাথমিক গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দলের অংশগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ।

৮.৩। অনুমোদন পর্যায়সমূহঃ

গণিত অলিম্পিয়াড কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের গাণিতিক দক্ষতা বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প (Feasibility Study on Primary Learners' Mathematical Skills Enhancement through Olympiad Techniques) শিরোনামে একটি সমীক্ষা প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি সার্বিক যাচাই-বাছাই করে প্রকল্পের মেয়াদ মার্চ ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ ধরে ডিপিপি পূনর্গঠনের বিষয়ে সুপারিশ করে। উক্ত সুপারিশের আলোকে প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯৮.৪৬ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) ধরে ডিপিপি পূণর্গঠন করা হয়। ১১ মার্চ ২০১৮ তারিখের ডিপিইসি সভায় প্রকল্পের মেয়াদ এপ্রিল ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯৮.৪৬ লক্ষ টাকায় (সম্পূর্ণ জিওবি) এবং এপ্রিল ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ মেয়াদকালে আলোচ্য সমীক্ষা প্রকল্পটি মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে শতভাগ কার্যক্রম শেষ না হওয়াসহ কিছু পরিবর্তন আনয়নের কারণে সমীক্ষা প্রকল্পটি প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৩৮.৫৭ লক্ষ টাকায় (সম্পূর্ণ জিওবি) এবং এপ্রিল ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদকালে বাস্তবায়নের জন্য সংশোধিত (প্রথম) হয়।

৮.৪। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- নির্বাচিত ১৭টি জেলার ১৭টি উপজেলার ৮০টি স্কুলের ২৪০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রকল্পের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদান;
- (সার্বজনীন কন্টেন্ট ডেলিভারী বুক এবং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুত; এবং
- নির্বাচিত উপজেলায় একটি করে প্রাথমিক গণিত অলিম্পিয়াড আয়োজন, সেমিনার/কনফারেন্স/প্রশিক্ষণ প্রভৃতি।

৮.৫। প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ

প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	দায়িত্বের ধরণ
০১.	মোহাম্মদ আরিফুল হক	০১ এপ্রিল ২০১৮	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮	অতিরিক্ত দায়িত্ব (খন্ডকালীন)
০২.	মোঃ নূরুন্নবী	০১ অক্টোবর ২০১৯	৩১ ডিসেম্বর ২০১৯	অতিরিক্ত দায়িত্ব (খন্ডকালীন)

৯। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):

মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ণে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ-

(ক) ডিপিপি, যৌথ মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১০। অর্থবছর ভিত্তিক অগ্রগতিঃ

এপ্রিল ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সর্বশেষ অনুমোদিত মেয়াদে বাস্তবায়িত এ সমীক্ষা প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৩৮.৫৭ লক্ষ টাকায় (সর্বশেষ সংশোধিত) বিপরীত প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৫০২.৩৩ লক্ষ টাকা, যা অনুমোদিত ব্যয় বরাদ্ধের ৯৩.২৭%। পিসিআর -এ আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০ পর্যন্ত অর্থ বছরভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অর্থছাড়	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০১৭-১৮	১৮.৫৭	১৮.৫৭	-	১৮.৫৭	১৮.৫৭	১৮.৫৭	-
২০১৮-১৯	৩৩৫.০০	৩৩৫.০০	-	৩৩৫.০০	৩২৭.৩৩	৩২৭.৩৩	-
২০১৯-২০	১৮৫.০০	১৮৫.০০	-	১৮৫.০০	১৫৬.৪৬	১৫৬.৪৬	-
	৫৩৮.৫৭	**৫৩৮.৫৭**	-	**৫৩৮.৫৭**	**৫০২.৩৩**	**৫০২.৩৩**	-

১১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
• দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সুষমভাবে বহন করে এমনভাবে নির্বাচিত ১৭টি জেলার ১৭টি উপজেলার ৮০টি স্কুলের ২৪০ জন শিক্ষককে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	• নির্বাচিত ১৭টি জেলার ১৭টি নির্বাচিত উপজেলার ৮০টি বিদ্যালয়ের ২৪০ জন শিক্ষক ৩ (তিন) ধাপে মোট ১২ দিনের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণিত বিষয়ে পাঠদানে অধিকতর যোগ্যতা অর্জন করেছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ আছে।
• প্রকল্পের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান অর্জনপূর্বক শিক্ষকদের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে এপদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদান প্রয়োগ করা। গণিত ভীতির কারণগুলোকে খুঁজে বের করে সেগুলোর দূরীকরণের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	• প্রকল্পের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান অর্জনপূর্বক শিক্ষকদের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে এপদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদান প্রয়োগ করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। প্রকল্পের শুরু ও শেষে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা যাচাই করে প্রকল্পের কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য বেইজলাইন এবং এন্ডলাইন সার্ভে করা হয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ আছে।
• প্রচলিত "অনুশীলন" নির্ভর গণিত শিক্ষাকে "সমস্যা সমাধান এবং এর ব্যবহার ও তাত্ত্বিক প্রয়োগ" নির্ভর পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করে একটি সামগ্রিক পাঠদান পদ্ধতি প্রস্তুত এবং প্রয়োগ করা।	• ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির প্রাথমিক গণিত বিষয়ের জন্য কনটেন্ট ডেলিভারী বুক (আনন্দে গণিত শিখি) প্রস্তুত করা হয়েছে যা ব্যবহার করে ২৪০ জন শিক্ষক ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদানকার্য পরিচালনা করেছেন মর্মে জানা যায়।
• প্রকল্পের আওতায় ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে একটি সার্বজনীন কন্টেন্ট ডেলিভারী বুক এবং পরবর্তী প্রশিক্ষণে ব্যবহারের জন্য একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা।	• গণিত শিখনের জন্য গণিত অলিম্পিয়াড কৌশলের যথাযথ প্রয়োগের নিমিত্তে প্রাথমিক গণিতের শিক্ষাক্রমের সাথে সমন্বয়পূর্বক শিক্ষকদের পাঠদানের জন্যে 'আনন্দে গণিত শিখি' একটি গণিত কন্টেন্ট ডেলিভারী বুক প্রস্তুত করা হয়েছে। সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গণিত অলিম্পিয়াড কৌশল প্রয়োগের জন্য একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি করা হয়েছে মর্মে পিসিআর -এ উল্লেখ করা হয়েছে।
• প্রকল্পের সফলতা যাচাই পূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনী এবং পরিমার্জনাপূর্বক সমগ্র বাংলাদেশে এ পদ্ধতি প্রয়োগের রূপরেখা প্রস্তাব করা।	• প্রকল্পের কার্যকারিতার সাফল্য বিচার সাপেক্ষে সারাদেশব্যাপী গণিত অলিম্পিয়াড কৌশল প্রয়োগের নিমিত্ত পরবর্তী স্কেল-আপের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে অক্টোবর' ২০১৯ হতে সারাদেশে বাস্তবায়নের নিমিত্ত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে মর্মে পিসিআর -এ উল্লেখ করা হয়েছে।
• নির্বাচিত উপজেলায় একটি করে প্রাথমিক গণিত অলিম্পিয়াড আয়োজন ও বিজয়ীদের জাতীয় গণিত অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করানো এবং প্রশিক্ষণ প্রদান	• আঞ্চলিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে গণিত অলিম্পিয়াড আয়োজন করা হয়েছে। প্রকল্প সমাপনান্তে ১৭টি জেলার ১৭টি

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রাথমিক গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দলের অংশগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ।	উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে উপজেলা পর্যায়ে গণিত উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে এবং বিজয়ীরা সরাসরি আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের গণিত অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছে মর্মে পিসিআর -এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১২। উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণঃ

নির্ধারিত সকল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে পিসিআর -এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৩। পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশঃ

১৩.১. সমীক্ষা প্রকল্পটির অন্যতম প্রধান কার্যক্রম ছিল প্রকল্পের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান অর্জনপূর্বক শিক্ষকদের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে পাইলট আকারে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদান প্রয়োগ করা। বিশেষ করে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির প্রাথমিক গণিত বিষয়ে কনটেন্ট ডেলিভারী বুক (আনন্দে গণিত শিখি) প্রস্তুতপূর্বক শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ ও কার্যকারিতা পর্যবেক্ষন এ সমীক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে করা হয়। এ বিষয়ে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনে (মাগুরা ও চট্টগ্রামে যথাক্রম ২ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি: ও ১ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি:) উল্লিখিত শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে গনিত ভীতি দূর হওয়াসহ নতুন পদ্ধতিতে গনিত শেখার আগ্রহ ও আনন্দের প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া, শিক্ষকসহ অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীরাও (১ম, ২য় ও ৫ম শ্রেণি) তাঁদের পাঠক্রমে সাথে 'আনন্দে গণিত শিখি' শিখন পদ্ধতি চালু করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৩.২. 'আনন্দে গণিত শিখি' তথা অলিম্পিয়াডের পাঠদান পদ্ধতিতে কার্যকরীভাবে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা জন্য নিদিষ্ট বা কাঙ্খিত শিক্ষার্থী সংখ্যা ১:৩০ বা ১:৪০ (শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত) এর মধ্যে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু পরিদর্শনে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কাঙ্খিত সংখ্যার অধিক এবং ক্ষেত্রবিশেষ দ্বিগুনেরও বেশি পরিলক্ষিত হয়, যা নতুন এই পদ্ধতির সফল বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী সংখ্যা ১:৩০ বা ১:৪০ এর মধ্যে বজায় রাখতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৩.৩. বাস্তবায়িত এ সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রণয়নকৃত কনটেন্ট ডেলিভারী বুক তথা 'আনন্দে গণিত শিখি' -এর প্রতিটি কৌশল জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) -এর শ্রেণিভিত্তিক গনিত পাঠ্যবইয়ের (টেক্সট বুক) অধ্যায় ও অনুশীলনীর সাথে যথাযথভাবে সম্পর্কিত হওয়া জরুরি। এ বিষয়ে আরও বিস্তর পর্যালোচনা, অনুশীলন ও ট্রায়ালের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া, এনসিটিবি'র পাঠ্যবইয়ে নতুন এই পাঠদান কৌশল/পদ্ধতির বিষয়ে দিক-নির্দেশনা বা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা অন্তর্ভূক্ত করারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৩.৪. 'আনন্দে গণিত শিখি' -এর প্রতিটি কৌশল কার্যকরীভাবে প্রয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধকরণ ও বিস্তর প্রশিক্ষণ প্রদান অত্যাবশক। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে গনিতের কৌশলভিত্তিক ভিডিও কন্টেইন তৈরি ও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে শেয়ার (বিশেষকরে সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে) করা ফলপ্রসূ হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন তথা শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও কর্মকর্তাসহ সর্বস্তরে অবগতি ও প্রচারণার প্রয়োজনীতা রয়েছে। এ বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৩.৫. সমীক্ষা প্রকল্পে প্রয়োগকৃত গনিতের প্রতিটি কৌশল আরও সুনিদিষ্টভাবে সন্নিবেশিত (Defined & Formatted) করা জরুরী, যাতে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকালে এলোমেলো বা খামখেয়ালী কৌশল প্রয়োগ করে ক্লাসের নির্ধারিত সময়

অপচয় না হয়। এছাড়া, বিভিন্ন কৌশল trial & error ভিত্তিক প্রয়োগপূর্বক সংযোজন, বিয়োজন বা পরিমার্জন করার সুযোগ রাখা বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৩.৬. সর্বোপরি 'গণিত অলিম্পিয়াড কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের গাণিতিক দক্ষতা বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প' -শীর্ষক সমীক্ষাধর্মী প্রকল্পটিতে উঠে আসা সমস্যা ও সম্ভাবনা তথা সকল আউটপুটগুলো বিশ্লেষণপূর্বক মূল স্কেল-আপ প্রকল্পে এর প্রতিফলন ঘটাতে হবে। এ বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৩.৭. প্রকল্প আওতায় ব্যয়িত অর্থের অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। এ বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালক যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

১৩.৮. উল্লিখিত সুপারিশসমূহের (১৩.১-১৩.৭ নং অনুচ্ছেদ) আলোকে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আইএমইডি-কে অবহিত করবে।

বান্দরবান জেলার লামা, আলীকদম ও থানচি উপজেলার অফ-গ্রিড স্কুলসমূহে সোলার সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপদ পানি সরবরাহের সম্ভাব্যতা/সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত: ডিসেম্বর ২০১৯)

প্রকল্পের মৌলিক তথ্য

১। প্রকল্পের নাম : বান্দরবান জেলার লামা, আলীকদম ও থানচি উপজেলার অফ-গ্রিড স্কুলসমূহে সোলার সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপদ পানি সরবরাহের সম্ভাব্যতা/সমীক্ষা।

২। অর্থায়নের উৎস : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (জিওবি)।

৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৫। (ক) প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:

(লক্ষ টাকায়)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়				বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদনের তারিখ ও পর্যায়	পরিবর্তন (মূল)	
	মোট	জিওবি	প্র: সা:	অন্যান্য			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
মূল	৪৯৯.৫৮	৪৯৯.৫৮	-	-	০১ নভেম্বর ২০১৮ হতে ৩০ অক্টোবর ২০১৯	০৬/১২/২০১৮	-	-
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	৪৯৯.৫৮	৪৯৯.৫৮	-	-	০১ নভেম্বর ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯	১৩/১০/২০১৯	-	১৬%

৬। প্রকল্প এলাকা:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/থানা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা	সমগ্র বাংলাদেশ
চট্টগ্রাম বিভাগ	বান্দরবর জেলা	লামা, আলীকদম এবং থানচি উপজেলা	-

৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:

- বান্দরবান জেলার লামা, আলীকদম এবং থানচি উপজেলায় সোলার স্কুল সিস্টেম পাইলটিং করা;
- স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য সোলার পাম্পিং ও ফিল্ট্রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ করা;
- বান্দরবান জেলার লামা, আলীকদম এবং থানচি উপজেলার স্কুলসমূহে সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনা;
- অফ-গ্রিড এলাকাসমূহের বিদ্যুৎবিহীন স্কুলসমূহে সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- আলোচ্য প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের অফ-গ্রিড এলাকাসমূহে বিদ্যুৎবিহীন যেসকল স্কুল রয়েছে সেসকল স্কুলে সোলার স্কুল সিস্টেম নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- সোলার পিভি সিস্টেম স্থাপন;
- গভীর নলকূপ স্থাপন;
- যেসকল স্কুলে গভীর নলকূপ স্থাপন সম্ভব নয় সেসকল স্কুলের নিকটবর্তী জলাধার হতে পানি সরবরাহ এবং সরবরাহকৃত পানি ফিল্ট্রেশনের মাধ্যমে পানের উপযোগী করা;

৮। প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম:

- ❖ কনসালটেন্সি/পরামর্শক নিয়োগ, সার্ভে ও রিপোর্ট প্রণয়ন;
- ❖ আউটসোর্সিং যানবাহন সংগ্রহ (জীপ ১টি);
- ❖ ৩৬টি বিদ্যালয় নিরাপদ পানি সরবরাহ;

❖ ৩৬টি বিদ্যালয় সোলার পিভি সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ;

৯। প্রকল্পের ফলাফল:

- নির্বাচিত ৩৬টি স্কুলে সোলার সিস্টেম পাইলটিং করা;
- সোলার পিভি সিস্টেম স্থাপন;
- স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য সোলার পাম্পিং ও ফিল্ট্রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ করা;
- অফ-গ্রিড এলাকার স্কুলসমূহে সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা কার্যক্রম;

১০। প্রকল্পের সংশোধন ও অনুমোদন: প্রকল্পটি ০৬/১২/২০১৮ তারিখ, ০১ নভেম্বর ২০১৮ হতে ৩০ অক্টোবর ২০১৯মেয়াদে ৪৯৯.৫৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ ও ছাড়ে বিলম্বিত হয়। সুতারং অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ড দরপত্র আহ্বান করতে অনেক সময় লেগে যায়। ফলশ্রুতিতে প্রকল্পের মূল কার্যক্রম শুরু হয় নির্ধারিত সময়ে প্রায় ছয় মাস পরে। তাই প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্পের ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র দুমাসের জন্য প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। অর্থাৎ প্রকল্পের মেয়াদ নভেম্বর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

১১। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: **প্রযোজ্য নয়**

১২। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও আইডি নং (যদি থাকে)	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা	
				হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা
মোঃ আলাউদ্দীন ভূঞা জনী প্রকল্প পরিচালক	সহকারী প্রধান প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১১/১২/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০১৯ পর্যন্ত	অতিরিক্ত দায়িত্ব	না	না

১৩। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে;

- সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

<u>প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য:</u>

১৪। প্রাক্কলিত ব্যয়: (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	সর্বমোট	জিওবি টাকা	অন্যান্য	অর্থিক শতকরা(%)	বাস্তব শতকরা (%)	
					লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
ক) (i) মূল	৪৯৯.৫৮	৪৯৯.৫৮	-	-	১০০%	৯৯%
(ii) ১ম সংশোধিত	৪৯৯.৫৮	৪৯৯.৫৮	-			
খ) প্রকল্পের শুরু হতে সর্বশেষ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি	৪৭০.০০	৪৭০.০০	-	৯৪.০৭%	১০০%	৯৯%
গ) প্রকল্পের শুরু হতে সর্বশেষ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক বরাদ্দ	৪৯৯.০০	৪৯৯.০০	-	১০০%	১০০%	৯৯%
ঘ) প্রকল্পের শুরু হতে সর্বশেষ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্থছাড়	৪৭১.০০	৪৭১.০০	-	৯৪.২৭%	১০০%	৯৯%

১৫। অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি/আরডিপিপি সংস্থান এবং এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:
(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	সংস্থান, বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা					অর্থছাড় (%)	খরচ এবং বাস্তব অগ্রগতি				জাতীয় অগ্রগতি পার্থক্য (+/-)
	ডিপিপি/ আরডিপিপি সংস্থান	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ	জিওবি টাকা	অন্যান্য	শতকরা (%)		সর্বমোট ব্যয় (%)	জিওবি টাকা	অন্যান্য	বাস্তবায়ন (%)	
১	২	৩	৪	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
২০১৮-১৯	-	৩৭০.০০	৩৭০.০০	-	৭৪%	১১০.০০	১০৮.৯০	১০৮.৯০	-	২১.৭৯	৯৯,৬৬
২০১৯-২০	-	৩৮৯.০০	৩৮৯.০০	-	৭৭%	৩৬১.০০	৩৬১.০০	৩৬১.০০	-	৭২.২৬	৮০.৩৯

১৬। অঙ্গভিত্তিক আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অগ্রগতি:
(লক্ষ টাকায়)

অংগভিত্তিক কাজ (ডিপিপি অনুযায়ী)	একক	কাঙ্খিত লক্ষ্য (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত অগ্রগতি		শতকরা (%)
		অর্থনৈতিক	বাস্তব (সংখ্যা)	অর্থনৈতিক	বাস্তব (সংখ্যা)	
১	২	৩	৪	৫	৬	
নগদ মজুরী ও বেতন						
মূল বেতন (অফিসার)	জন	০.২৭	১	০.০০	১	
বাড়ীভাড়া ভাতা	জন	০.০০	২	০.০০	০.০০	
চিকিৎসা ভাতা	জন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
উৎসব ভাতা	জন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
সম্মানী ভাতা	থোক	২.৫৪	থোক	১.২৪	থোক	
উপমোট (নগদ মজুরী ও বেতন)		২.৮১		১.২৪		
সরবরাহ ও সেবা						
অপ্যায়ন ব্যয়	থোক	০.৯৬	থোক	০.৪৫৫	থোক	
যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক)	সংখ্যা	৩৩.৭৫	২	২৩.৬২৬	২	
সাকুল্য বেতন (সরকারী কর্মচারী ব্যতীত, দৈনিক মজুরি ভিত্তিক)	সংখ্যা	১.০৮	১	১.০৮	১	
ইন্টারনেট/টেলেক্স/ফেক্স	থোক	০.১৭	থোক	০.১৭	থোক	
প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	০.৫০	থোক	২.২৮	থোক	
টেস্টিং ফি	থোক	৭.২০	থোক	০.০০	থোক	
উপমোট (সরবরাহ ও সেবা)		৪৩.৬৬		২৭.৬১১		
গ্যাস, পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	১০.০০	থোক	০.৪৭২	থোক	
উপমোট (গ্যাস, পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট)		১০.০০		০.৪৭২		
অভ্যলত্রীণ ভ্রমণ ও বদলী						
অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	থোক	৩.০০	থোক	২.৯১৮	থোক	
উপমোট (ভ্রমণ ও বদলী)		৩.০০		২.৯১৮	থোক	
মুদ্রণ ও মনিহারি						
স্টেশনারী	থোক	০.১০	থোক	০.০০	থোক	
উপমোট (মুদ্রণ ও মনিহারি)		০.১০		০.০০		
পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়						
কনসালটেন্সি/ পরামর্শক নিয়োগ	সংখ্যা	১৯.৩০	৪	১৯.৩০	৪	
সার্ভে	সংখ্যা		১		১	
উপমোট (পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়)		১৯.৩০		১৯.৩০		

অংগভিত্তিক কাজ (ডিপিপি অনুযায়ী)	একক	কাঙ্খিত লক্ষ্য (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত অগ্রগতি		শতকরা (%)
		অর্থনৈতিক	বাস্তব (সংখ্যা)	অর্থনৈতিক	বাস্তব (সংখ্যা)	
১	২	৩	৪	৫	৬	
(খ) মূলধন ব্যয়						
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদী						
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	১.২০	০২	১.০৮	০১	
মডেম	সংখ্যা	০.০৩	০১	০.০	০১	
নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা	১২৪.২০	৩৬	১২৪.২০	৩৬	
বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	সেট	২৫১.৬১	৩৬	২৫১.৬১	৩৬	
প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	সেট	৪১.১৬	৩৬	৪১.১৬	৩৬	
উপমোট (যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদী)		৪১৮.২০		৪১৮.০৫		
সর্বমোট (ক+খ)		**৪৯৯.৫৮**		**৪৭০.০০**		

সাধারন পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা:

১৭। সার্বিক পর্যালোচনা: প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের অফ-গ্রিড এলাকাসমূহে বিদ্যুৎবিহীন যেসকল স্কুল রয়েছে সেসকল স্কুলে সোলার স্কুল সিস্টেম নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই করা। আর এ লক্ষ্যে, বান্দরবান জেলার লামা, আলীকদম এবং থানচি উপজেলায় সোলার স্কুল সিস্টেম পাইলটিং করা হয়।

১৭.১। আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি: প্রকল্পটির মূল প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯৯.৫৮ (জিওবি) লক্ষ টাকায় ০১ নভেম্বর ২০১৮ হতে ৩০ অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ১৬% বৃদ্ধিপূর্বক সংশোধন করা হয়েছে। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৭০.০০ (৯৪.০৭%) লক্ষ টাকা এবং বাস্তব প্রায় ১০০%।

১৭.২। সংশোধন সংক্রান্ত তথ্য: প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ ও ছাড়ে বিলম্বিত হয়। ফলে, প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ড দরপত্র আহ্বান বিলম্বিত হয়। ফলশ্রুতিতে প্রকল্পের মূল কার্যক্রম শুরু হয় নির্ধারিত সময়ে প্রায় ছয় মাস পরে। তাই প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ১৬% বৃদ্ধিপূর্বক সংশোধন করা হয়।

১৭.৩। ইতোপূর্বে পরিদর্শন ও মতামত/সুপারিশ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত: প্রকল্পটি ইতোপূর্বে এ বিভাগ হতে প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়নি।

১৭.৪। ক্রয় সংক্রান্ত পর্যালোচনা: প্রকল্পটি সেবা খাতে মোট ২টি প্যাকেজ এবং পূর্ত প্যাকেজ ১টি বিভক্ত। বিস্তারিত নিম্নরূপ:

প্যাকেজ বিবরণ	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ	
			চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
মাইক্রোবাস হায়ারিং (একজন ড্রাইভারসহ)	১২/০৩/১৯ ১০ লক্ষ	১৯/০৩/২০১৯ ৮,৯৬,৮০০/-	৩০/১০/২০১৯	৩১/১২/২০১৯
সমীক্ষা প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগ	২০/০২/২০১৯ ১৯.৩০ লক্ষ	০৭/০৫/২০১৯ ১৯.৩০ লক্ষ	৩০/১০/২০১৯	৩১ /১২/২০১৯
ডব্লিউ- ১ প্যাকেজ (সোলার সিস্টেম ইন্সটলেশান ও গভীর নলকূপ স্থাপন সহ ওয়াটার পিউরিফিকেশান ইউনিট স্থাপন সংক্রান্ত কার্য)	২৯/০২/২০১৯ ৪৩৬.০০ লক্ষ	১০/০৬/২০১৯ ৪৩০,৭৫,৪৪০/	৩০/১০/২০১৯	৩১/১২/২০১৯

১৭.৫। প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি:

কাজের বিবরণ	পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা
যানবাহন (জীপ ১টি)	প্রকল্পের আওতায় আউটসোর্সিং করে ১টি গাড়ি সংগ্রহ করা হয়েছে যা, প্রকল্প মেয়াদে চুক্তি অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে এবং প্রকল্প শেষে ফেরত দেয়া হয়েছে।

কাজের বিবরণ	পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা
কনসালটেন্সি/পরামর্শক নিয়োগ ও সার্ভে	প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের (বেঞ্চমার্ক সলিউসান্স) মাধ্যমে সিনিয়র পরামর্শক ১ জন, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ০২ জন এবং উপাত্ত সংগ্রাহক ১ জন সর্বমোট ৪ জন পরামর্শক ৬ মাসের জন্য ০৭/০৫/২০১৯ চুক্তি মূল্য ১৯.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিয়োগ করা হয়। ডিপিপির বর্ণিত Reporting requirements অনুযায়ী নিম্নোক্ত ৪ টি ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে: ● ইন্সেপশান রিপোর্ট ● ড্রাফট রিপোর্ট ● ফিডব্যাক সার্ভে রিপোর্ট ● ফাইনাল ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট
নলকূপ স্থাপন	৩৬টি বিদ্যালয়ে বোরিং কার্যক্রম চালিয়ে ২৫টি বিদ্যালয়ে টেকসই পানির স্তর পাওয়া যায়। এই ২৫টি বিদ্যালয়ে ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ১১ টি বিদ্যালয়ে বোরিং কার্যক্রম চালিয়ে পানির স্তর পাওয়া যায়নি বলে ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে সমীক্ষা দলিল অনুযায়ী কোন বিদ্যালয়ে ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন সম্ভব না হলে বিদ্যালয়টির নিকটবর্তী জলাশয় থেকে পানি আনয়ন করে পাম্প এর সাহায্যে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এনে পানি ফিল্ট্রেশান করে ব্যবহার করা উল্লেখ রয়েছে। নির্বাচিতবিদ্যালয় হতে নিকটবর্তী জলাধার অনেক দূরে অবস্থিত হওয়ায় এবং খোলা স্থানে পাম্প ইন্সটল করলে তা চুরি হওয়ার প্রবণতা থাকায় প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০৯টি বিদ্যালয়ে রিং ওয়েল স্থাপন এবং ২ টি বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী জলাধার হতে পাম্প স্থাপন করে ফিল্ট্রেশান এর মাধ্যমে বিদ্যালয়ে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোট ৩৬ টি বিদ্যালয়ে পানি সরবরাহ করা হয়েছে।
বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	৩৬টি বিদ্যালয়সমূহে সোলার প্যানেল, পিভি স্ট্রাকচার, সোলার চার্জ কন্ট্রোলার, পিভি কম্বাইনার বক্স, পাম্প ইনভার্টার ইনপুট ও পাম্প ইনভার্টার আউটপুট মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার, সোলার পাম্প ইনভার্টার, সোলার পাম্প, পাম্প কলাম পাইপ ও ডেলিভারি পাইপ ওয়াটার লেভেল সেন্সর, পাওয়ার ইনভার্টার আউটপুট মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার, সিলিং ফ্যান, এল ই ডি লাইট, ডিস্ট্রিবিউশান বোর্ড, সকেট ও বৈদ্যুতিক তার, ব্যাটারি র‍্যাক, আর্থিং সিস্টেম, ইনভার্টার, সোলার ব্যাটারি ইত্যাদি। এছাড়া প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি করে ওয়াটার স্টোরেজ ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সরঞ্জামাদির ইন্সটলেশান সম্পন্ন করে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির কাছ থেকে বুঝে পাওয়ার প্রত্যয়ন নেয়া হয়ছে।

১৭.৬। অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিস্পত্তি সংক্রান্ত: প্রকল্পটি ০১ নভেম্বর/২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ১৪ (চৌদ্দ) মাস সময়ে বাস্তবায়িত হয়। এ সময়ের আর্থিক নিরীক্ষ (অডিট) সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। প্রাপ্ত পিসিআর এ অডিট সংক্রান্ত কোন তথ্য উল্লেখ নেই। তবে প্রকল্প পরিচালক জানান, ১টি অডিট আপত্তি উল্লেখ রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক উক্ত অডিট আপত্তিটি নিস্পন্নের জন্য জবাব প্রেরণ করেছেন মর্মে জানান।

১৭.৭। উদ্দেশ্য ও ফলাফল অর্জন: প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের অফ-গ্রিড এলাকাসমূহে বিদ্যুৎবিহীন যেসকল স্কুল রয়েছে সেসকল স্কুলে সোলার স্কুল সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম তরান্নিত করা। আর এ লক্ষ্যে বান্দরবান জেলার লামা, আলীকদম এবং থানচি উপজেলায় সোলার স্কুল সিস্টেম পাইলটিংপূর্বক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই করা। নিম্ন উদ্দেশ্য ও অর্জনসমূহ তুলে ধরা হয়েছে:

সমীক্ষা প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	পিসিআর অনুযায়ী অর্জন
বান্দরবান জেলার লামা, আলীকদম এবং থানচি উপজেলায় সোলার স্কুল সিস্টেম পাইলটিং করা;	নির্বাচিত ৩ টি উপজেলার ৩৬ টি বিদ্যালয়ে সোলার স্কুল সিস্টেম স্থাপন সম্পন্ন করা হয়েছে।
স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য সোলার পাম্পিং ও ফিল্ট্রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ করা;	৩৬ টি বিদ্যালয়ে সোলার পাম্প স্থাপন করা হয়েছে এবং ওয়াটার পিউরিফিকেশান ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে।
বান্দরবান জেলার লামা, আলীকদম এবং থানচি উপজেলার স্কুলসমূহে সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনা; অফ-গ্রিড এলাকাসমূহের বিদ্যুৎবিহীন স্কুলসমূহে	বান্দরবান জেলার লামা, আলীকদম এবং থানচি উপজেলার স্কুলসমূহে সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা রিপোর্ট করা হয়েছে। উক্ত রিপোর্টে বাংলাদেশের সকল অফ-গ্রীড স্কুল সমূহে

সমীক্ষা প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	পিসিআর অনুযায়ী অর্জন
সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং	স্থাপনযোগ্য একটি সোলার স্কুল সিস্টেম এর ডিজাইন দাখিল ও সুপারিশ করা হয়েছে।
সোলার পিভি সিস্টেম স্থাপন	৩৬ টি বিদ্যালয়ে ৩৯৬০ ওয়াট পিক সম্বলিত সোলার পিভি সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

১৭.৮। প্রকল্পের অর্জিত ফলাফল টেকসই করণ: সমাপ্ত প্রকল্পের মাধ্যমে বান্দরবান জেলার লামা, আলীকদম এবং থানচি ৩টি উপজেলায় অফ-গ্রিড এলাকার নির্বাচিত বিদ্যুৎবিহীন ৩৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোলার সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহ ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা পাইলটিং করা হয়েছে। প্রকল্প ডিজাইনে প্রকল্পের অর্জিত ফলাফল টেকসই করণের বিষয়টি উল্লেখ নেই। সরেজমিনেও তা লক্ষ্য করা যায়, সোলার পিভি সেল, অন্যান্য বৈদ্যুতিক সামগ্রী, ব্যাটারি রক্ষণাবেক্ষণ জনিত জটিলতা নিরাসণে কমিউনিটি ইনভল্বমেন্ট বিবেচনা করে ফলাফলসমূহ টেকসই করতে বিদ্যালয় ও ম্যানেজিং কমিটির নিকট হস্তান্তর করা হয়।

১৮। সার্বিক পর্যবেক্ষণ: এলজিইডি'র ২০১৪ সালের একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রায় ২০০০ স্কুল এমন দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে রয়েছে যেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। এছাড়া বাংলাদেশের এমন অনেক প্রত্যন্ত, দুর্গম ও পাহাড়ি অঞ্চল রয়েছে যেখানে গভীর নলকূপ স্থাপন তথা সুপেয় পানির ব্যবস্থা নেই। যা শিক্ষা উন্নয়ন সূচকের একটি চ্যালেঞ্জ। শিক্ষা উন্নয়ন সূচকে নিম্ন সারির জেলার পিছিয়ে পড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ একটি সমন্বিত সোলার সিস্টেম ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। আর এ লক্ষ্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমীক্ষা প্রকল্পটির মাধ্যমে বান্দরবান জেলার তিনটি সবচেয়ে দুর্গম উপজেলা লামা, আলীকদম এবং থানচি'র অফ-গ্রিড এলাকার নির্বাচিত বিদ্যুৎবিহীন ৩৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোলার সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহ ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা পাইলটিং করা হয়েছে। বিষয়োক্ত প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৯৪.০৭% ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হয়। এ প্রকল্পের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক একটি সমন্বিত সোলার সিস্টেম ব্যবস্থার মধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত দুর্গম অফ গ্রিড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য পর্যায়ক্রমে শিক্ষা উন্নয়ন সূচকসমূহ নিশ্চিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ ধরণের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে একটি বিদ্যালয়ের মৌলিক সুবিধা নিশ্চিতসহ শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া হ্রাস ও শিক্ষা উন্নয়ন সূচকের মান উন্নত হবে।

সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রকল্প এলাকার লামা ও আলীকদম উপজেলার নির্বাচিত বিদ্যালয়সমূহ হতে কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়।বিদ্যালয়সমূহে সোলার সিস্টেম স্থাপন করা হয় ২০১৯ সালে যা বর্তমানে চলমান রয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ জানান, পূর্বের তুলনায় বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার প্রায় ১৫% হতে ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও এ সকল এলাকায় খাবার সুপেয় ও নিরাপদ পানির সমস্য থাকায় প্রায়ই শিক্ষার্থীদের অসুখসহ নানা সমস্যা হতো, যা বর্তমান কম হচ্ছে। মাঝে মাঝে সিস্টেমে সমস্যা দেখা দেয় তখন স্থানীয় টেকনিশিয়ান/মেক্যানিক এর মাধ্যমে মেরামত করা হয়। মেরামত কাজের জন্য কোন আর্থিক সংস্থান নেই স্থানীয় ভাবে মেরামত ব্যবস্থা করা হয়। দীর্ঘ সময় মেরামত না করা, সার্কিট নষ্ঠ হওয়া, বেটারীর ব্যাকআপ হ্রাস ও পানির ফিল্টার পরিবর্তন ইত্যাদি সমস্যার দ্রুত সমাধান না করা হলে সৃষ্ট সুবিধাসমূহ নষ্ট বা বিকল হয়ে যেতে পারে, সম্পদসমূহ টেকসই করতে প্রয়োজনের আলোকে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতে ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। সোলার প্যানেল স্থাপন করা পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়সমূহ দূর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ বিদ্যুৎ বিহীন লক্ষ্য করা যায় কিন্তু চিওনীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যায়লটি নির্বাচন যথাযথ হয়নি, ইতোমধ্যে এ বিদ্যালয়ের নিকটে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন স্থাপন করা হয়েছে। ফলে বিদ্যালয়টিতে স্থাপিত সোলার এর ব্যবহার কম হতে পারে। প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদিসমূহ যথাযথ ব্যবহার না করা হলে এগুলো নষ্ট ও আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে। যে সকল বিদ্যালয় দীর্ঘ সময়েও বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন করা সম্ভব নয় এমন বিদ্যালয়সমূহ পরবর্তীতে চিহ্নিতপূর্বক যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত সরঞ্জামাদিতে প্রকল্পের নাম, সময় ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়নি যা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রকল্পের অনুকূলে অনিষ্পন্ন ১টি অডিট আপত্তি নিষ্পন্নের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন। এখনও যে সকল বিদ্যালয় বিদ্যুৎ সংযোগ নেই এমন সব বিদ্যালয়ের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান কাজে লাগিয়ে পরবর্তী কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরী। তবে এক্ষেত্রে সকল প্রকার ওভারল্যাপিং পরিহারসহ সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়পূর্বক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্প ডিজাইনে ফলাফল টেকইস করার জন্য প্রকল্প শেষে অর্জিত সম্পদ কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে।

১৯। পর্যবেক্ষণের আলোকে মতামত/সুপারিশ: প্রকল্পের ফলাফল টেকসই ও ত্বরান্বিত করতে নিম্নোক্ত সুপারিশ/মতামতসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে:

১৯.১। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং ফলাফল কাজে লাগিয়ে পরবর্তী কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরী;

১৯.২। প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সকল প্রকার ওভারল্যাপিং পরিহারসহ সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়পূর্বক উদ্যোগ গ্রহণ করা;

১৯.৩। প্রকল্প ডিজাইনে ফলাফল টেকইস করার জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে বিষয়টি প্রকল্প দলিলে উল্লেখ করা;

১৯.৪। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত সকল যন্ত্রপাতি, মালামালসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে নিয়মিত মেরামতসহ প্রয়োজনীয় ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৯.৫। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত সরঞ্জামাদির উপর প্রকল্পের নাম, সংগ্রহের সময় ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে;

১৯.৬। মূল্যায়ন প্রতিবেদনের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে ২০/১১/২০২৩ তারিখের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

পরিশি ষ্ট: ‘ক’

প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের স্থির চিত্র ও বর্ণনা:













	